তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২৪

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

-- প্রবারণা পূর্ণিমায় তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশকে বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করে এই সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

বৌদ্ধধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে আজ রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে সভা ও ফানুস উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় মন্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মের সকলকে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান ও দেশবাসীর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত ধর্মমিত্র মহাথেরোর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

মন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সকল ধর্মের মানুষের মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িকতা ও উন্নয়ন-সমৃদ্ধির প্রতীক এবং তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে আন্তঃধর্ম সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এর আগে কোনো বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই সেটি করেছেন, ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়াকে তাঁর বিশেষ সহকারী ও দলের দপ্তর সম্পাদক-দুই পদেই রেখেছেন।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। কিন্তু দেশ-বিদেশ থেকে এখনো দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চলছে। এ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।'

ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া তার বক্তব্যে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে প্রধানমন্ত্রীর ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রার্থনার কথা উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যেভাবে সকল ধর্মের কল্যাণে কাজ করেছেন, তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। আন্তঃধর্ম মৈত্রীর বন্ধন সকল সময় বজায় রাখতে হবে, বলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের নির্বাহী সভাপতি অশোক বড়ুয়া, বাংলাদেশের বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি ইঞ্জি: দিব্যেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক সুনন্দপ্রিয় বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান সুপ্তবসন বড়ুয়া, বাড্ডা ২১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাসুম গণি তাপস, বাড্ডা থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভাশেষে ড. হাছান মাহ্মুদ অতিথিদের নিয়ে বিহার প্রাঙ্গণে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ফানুস ওড়ানোতে অংশ নেন।

বৌদ্ধমতে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে মহান গৌতম বুদ্ধ দেবলোক হতে সাংকশ্য নগরে অবতরণ করেছিলেন। প্রবারণা শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে রয়েছে আশাপূরণ, ধ্যান বা শিক্ষা সমাপ্তি ও আত্মশুদ্ধি।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭২৩

‍**দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে কাজ করছে সরকার**

**-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

নারায়ণগঞ্জ, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ বা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রশমন করে তা যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রতিমন্ত্রী আজ নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড প্রাঙ্গণে আয়োজিত 'রেস্কিউ বোট' নির্মাণকাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বন্যা কবলিত জেলাসমূহের মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ও উদ্ধারকাজ পরিচালনা করার লক্ষ্যে আগামী তিন বছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. ৬০টি রেস্কিউ বোট তৈরি করে দিবে। রেসকিউ বোটসমূহ বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ ছাড়াও গৃহপালিত পশু পাখি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার করা হবে।

এছাড়া নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদেরকে রেসকিউ বোটের মাধ্যমে নিরাপদে উদ্ধার ও স্থানান্তর কাজ পরিচালনায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রতিটি বোটে একটি ফার্স্ট এইড বক্স, একটি হুইল চেয়ার, একটি স্ট্রেচার, একটি ওয়াকিং ফ্রেম, দুইটি আলাদা টয়লেট যার একটি সবার জন্য উন্মুক্ত এবং অন্য একটি সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ব্যবহার করা যাবে । প্রতিটি বোটে ৮০ জন যাত্রী ছাড়াও গৃহপালিত পশুপাখি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করা যাবে।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আক্তার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/ফারহানা/রফিকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭২২

**নির্মাণশিল্পে অটোক্লেভ এরিয়েটেড কনক্রিট ব্লক ব্যবহার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে**

**-- পূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, নির্মাণশিল্পে অটোক্লেভ এরিয়েটেড কনক্রিট (এএসি) ব্লক ব্যবহার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। আজ রাজধানীর দারুসসালামে অবস্থিত হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমের বর্তমান অগ্রগতি পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য এখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশের নির্মাণশিল্পে যে পোড়ামাটির ইট ব্যবহার হয় তা কৃষিজমির উর্বর মাটি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এভাবে চলতে থাকলে কৃষিকাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বড় ধরনের হুমকির সম্মুখীন হবে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষিকাজ নির্বিঘ্ন রাখতে কৃষিজমি ও কৃষিতে ব্যবহৃত উর্বর মাটি রক্ষা করতে হবে। একারণে পোড়ামাটির তৈরি ইটের বিকল্প সিমেন্ট ও বালির তৈরি এএসি ব্লক ব্যবহার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য সরকারি বেসরকারি সকল স্থাপনা নির্মাণে এই ব্লক জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

পরিদর্শনকালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় অতিথিগণ প্রতিষ্ঠানের নির্মাণাধীন অটোক্লেভ এরিয়েটেড কনক্রিট ব্লক তৈরির প্লান্ট প্রত্যক্ষ করেন এবং প্লান্টের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়াদী সম্পর্কে অবগত হন।

#

রেজাউল/সাহেলা/খালিদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২১

**কওমী মাদ্রাসা ছাড়া দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি আগামী ৩১ অক্টোবর বৃদ্ধি করা হয়েছে**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

বিশ্বব্যাপী চলমান মহামারি করোনার কারণে কওমী মাদ্রাসা ছাড়া দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এ সময়ে নিজেদের এবং অন্যদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্যে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা ও অনুশাসনসমূহ শিক্ষার্থীদের মেনে চলতে হবে। শিক্ষার্থীদের বাসস্থানে অবস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষার্থীরা যাতে বাসস্থানে অবস্থান করে নিজ নিজ পাঠ্যবই অধ্যয়ন করে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

#

খায়ের/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২০

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে

-- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অনগ্রসর জেলাসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এসব জেলা থেকে অধিক সংখ্যক কর্মী বিদেশে প্রেরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স দেওয়া হবে।

নিরাপদ, নিয়মিত ও মান সম্পন্ন অভিবাসন নিশ্চিত করতে আজ জুম অনলাইনে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ ফেরত কর্মীদের আর্থসামাজিক ভাবে পুনর্বাসনের জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার ড. অমিতাভ সরকারের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি, নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন এমপি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

#

রাশেদুজ্জামান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৯

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক

ড. তমাল লতা আদিত্যের মৃত্যুতে কৃষিমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি.) এর পরিচালক ও প্রখ্যাত ধানবিজ্ঞানী ড. তমাল লতা আদিত্যের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, এদেশের উপযোগী অনেকগুলো উন্নত জাতের ধানের উদ্ভাবন ও জনপ্রিয়করণে তাঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে। ধান গবেষণার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কৃষিক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এদেশের কৃষিবিদ-সহ সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অপর এক শোকবার্তায় ড. তমাল লতা আদিত্যের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কৃষিসচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। কৃষিসচিব প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, ড. তমাল লতা আদিত্য গতকাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

#

কামরুল/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৮

**৪ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে পক্ষকালব্যাপী ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন**

**---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন ( ১ অক্টোবর):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশের পরবর্তী প্রজন্মের উন্নত স্বাস্থ্য গড়তে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো জরুরি। প্রতিবারের ন্যায় এবারো সরকার ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করতে ৪ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত পক্ষকালব্যাপী কার্যক্রম চালাবে। এই কার্যক্রমকে সফল করতে সারা দেশে ১ লাখ ২০ হাজার ক্যাম্প করা হবে। এতে প্রায় ৪০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী যুক্ত থাকবে। এবার করোনায় স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি ঠিক রাখতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখেই শিশুদের টীকা খাওয়ানো হবে। শহর বা গ্রামের সকল হাসপাতাল, ক্লিনিকের প্রতিটি কেন্দ্রে যেন মায়েরা তাঁদের শিশুকে এই ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে আসেন তার জন্য দেশের সর্বত্র প্রচারণা চালিয়ে যেতে হবে।

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ আয়োজিত ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

স্বাস্থ্যসেবায় জাতির পিতার নানা অবদানের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী আরো বলেন, ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনটি প্রথম শুরু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখন দেশে রাতকানা রোগের হার ছিল ৪.১ শতাংশ। এরপর বঙ্গবন্ধু এই রোগ নির্মূলে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই রাতকানা রোগ নির্মূলে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন শুরু করেন। এখন দেশে রাতকানা রোগের হার ১ শতাংশেরও নিচে ।

একটি পরিবারেও যেন অন্ধ কোনো শিশু না থাকে সে লক্ষ্যেই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উদ্যোগগুলো সফল হলে ভবিষ্যতে দেশে আর কোনো রাতকানা রোগী থাকবে না।

এই সময়ে দেশের নির্ধারিত ইপিআই কেন্দ্রসমূহে পর্যায়ক্রমে ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের ১টি নীল রঙের ১ লাখ আই ইউ এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ১ টি করে লাল রঙের ২ লাখ আই ইউ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এর পাশাপাশি ঐ সময়ে পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা জনগণের মাঝে প্রচার করা হবে।

কোভিড-১৯ মহামারিজনিত কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-সহ সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৭

তরুণ প্রজন্মই পারে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে

-- খাদ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, নিরাপদ খাদ্যের অধিকার জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা জনগণকে দিতে হবে, কোনো জাতি যদি নিরাপদ খাদ্য না পায় তবে সে জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না।

আজ ঢাকায় ইস্কাটনে বিয়াম মিলনায়তনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নবীন কর্মকর্তাদের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, তরুণ প্রজন্মই পারেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যে জেলায় তাদেরকে পদায়িত করা হবে সে জেলাকে খাদ্যে ভেজাল মুক্ত করে নিরাপদ খাদ্যের জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে নিজ পদায়িত জেলায় শুরু থেকেই কাজ করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। এভাবে দেশের প্রতিটি জেলায় নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করা সকলের দায়িত্ব ।

বিয়ামের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য সচিব ডক্টর মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। অনুষ্ঠান শেষে খাদ্যমন্ত্রী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

#

মেহেদী/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৬

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ সময়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ সময়ের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার মোট ৬জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার তুলে দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

শ ম রেজাউল করিম বলেন, শুদ্ধাচার পুরস্কার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করবে, উদ্বুদ্ধ করবে। এ পুরস্কার কর্মজীবনের একটা বড় অর্জন। এটি সংশ্লিষ্টদের আরো দায়িত্বশীল করে তুলবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক, সুবোল বোস মনি, শ্যামল চন্দ্র কর্মকার ও মোঃ তৌফিকুল আরিফ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবদুল জব্বার শিকদার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এম এইচ আহমেদ-সহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৫

সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার

-- শিল্পমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। পরিবেশবান্ধব উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা স্থাপন করে দেশের সার উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির বিশ্বমানের সার কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় আরাজিগাইঘাটে নব নির্মিত সারের বাফার গোডাউন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। দেশে বর্তমানে বছরে কমপক্ষে ২৫ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের চাহিদার নূন্যতম ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়। আমদানিকৃত সার দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিএডিসি’র ২৫টি বাফার গুদামের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ মজুদ নিশ্চিত করতে ২৫ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত আরো ৫ লাখ মেট্রিক টন সার মজুত রাখা হচ্ছে। সারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এগুলো ছাড়া আরো ৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণের উদ্যোগ শিল্প মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে।

পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক ড. সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রেলপথমন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন, পঞ্চগড়-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, পঞ্চগড় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ার সাদাত সম্রাট। বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)’র চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ‘সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ’ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এ কে এম হাবিবুল্লাহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে শিল্পমন্ত্রী ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস পরিদর্শন করেন এবং মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এসময় শিল্প মন্ত্রী বলেন, পর্যায়ক্রমে চিনিকলগুলোকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো যাতে বছর জুড়ে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, চিনিকল বন্ধ বা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কোনো পরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেই।

#

মাসুম বিল্লাহ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৪

**শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিচ্ছবি**

**---শ ম রেজাউল করিম**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিচ্ছবি। তিনি সেই নেতা, যার কারণে কোভিড-১৯ এর সময়ে দেশে কোনো মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। ৬৭ বছরের ছিট মহল সমস্যা সমাধান করে, সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় সমপরিমাণ জায়গায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শেখ হাসিনা পরিণত হয়েছেন সেরা কূটনীতিকে। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৪০টির অধিক সম্মাননা পেয়েছেন।

আজ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবদুল জব্বার শিকদার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এম এইচ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভার শুরুতে শেখ হাসিনার জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১৩

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত   
২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ৪২০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫০৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিন লাখ ৬৪ হাজার ৯৮৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ২৭২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ ৭৭ হাজার ৭৮ জন।

#

নাসিমা/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১২

কৃষিমন্ত্রীর সাথে ইরানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

**বাংলাদেশ থেকে চা, পাট এবং আম নিতে আগ্রহী ইরান**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রেজা নফর (Mohammad Reza Nafar) আজ কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ থেকে চা, পাট,আম, মসলাসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ও শাকসবজি নেয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

সাক্ষাৎকালে কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রো ফুড প্রসেসিং ও প্যাকেজিং, জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন ও গবেষণা, বাণিজ্য নিয়ে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং কৃষিখাতে প্রণোদনার ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এসময় কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে ইরানে আম,আনারসসহ বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি রপ্তানির এবং ইরান থেকে খেজুর, কিসমিস গম ও পেঁয়াজ আনার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

কৃষিমন্ত্রী ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রদূত জানান, ইরানে পেঁয়াজের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রেজা নফর বলেন, সরকারের যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে করোনা পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে যা খুবই প্রশংসনীয়। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ও ইরানের কৃষিক্ষেত্রসহ অনেক বিষয়ে একসাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। দুদেশের বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদেরকেও পারস্পরিক সহযোগিতার খাত চিহ্নিত করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

#

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬০0ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১১

**৪৯ লাখ প্রবীণ বয়ষ্কভাতা পাচ্ছেন**

**-সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবীণবান্ধব অনেক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করেন যার আওতায় বর্তমানে ৪৯ লাখ প্রান্তিক প্রবীণ নাগরিক ভাতা পাচ্ছেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ আজ ৩০তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে শাসিত থেকে শাসক বানিয়েছেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে স্ব-পরিবারে নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর যারা দেশ পরিচালনা করেছেন তারা দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে গেছেন। ১৯৮১ সালে নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য অদ্যাবধি কাজ করছেন। তিনি দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে সকল ক্ষেত্রে সফলতা নিয়ে এসেছেন।

মন্ত্রী বলেন, আজকে যাঁরা প্রবীণ তারাই এক সময় দেশ গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আজকের প্রবীণরাই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। প্রবীণদের সম্মানজনক জীবনযাপন নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রণীত পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ ও জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সভায় জানানো হয় , সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে প্রবীণদের জন্য আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ, তৃণমূল পর্যায়ে প্রবীণদের জেরিয়াট্রিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং হাসপাতাল নির্মাণ করবে। ইতোমধ্যে, দেশের আটটি বিভাগে প্রবীণদের জন্য প্রবীণ নিবাস নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ জন করে অসহায় প্রবীণদের আবাসন ব্যবস্থা করা হবে বলেও সভায় জানানো হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ জয়নুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন।

#

জাকির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১5৩0ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭১০

**আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সকল ধরনের সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন বন্ধ থাকবে। এ সময়ে নিজেদের এবং অন্যদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্যে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয় যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা ও অনুশাসনসমূহ শিক্ষার্থীদের মেনে চলতে হবে। শিক্ষার্থীদের বাসস্থানে অবস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষার্থীরা যাতে বাসস্থানে অবস্থান করে নিজ নিজ পাঠ্যবই অধ্যয়ন করে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

#

রবীন্দ্র/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭০৯

**জাতীয় উৎপাদশীলতা দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ অক্টোবর ‘জাতীয় উৎপাদশীলতা দিবস-২০২০’উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“শিল্প মন্ত্র্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ২ অক্টোবর দেশব্যাপী ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২০’ পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। মুজিববর্ষের আলোকে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। শিল্পখাতকে শক্তিশালী করতে স্বাধীনতার পর তিনি বৃহৎ শিল্প কারখানা গুলোর বেশিরভাগ জাতীয়করণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ সুরক্ষার মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসারপূর্বক আরো অধিক প্রতিযোগিতাসক্ষম করতে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিবছর ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হচ্ছে এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ‘ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড’ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)-এর সহযোগিতায় 'Bangladesh National Productivity Master Plan-2021-2030' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি ৩.৮ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে উন্নীত হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে বর্তমান বিশ্বঅর্থনীতি বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। আমরা ভিশন-২০২১ অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। এছাড়া সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। অধিকন্তু ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছি। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

আমি আশা করি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে এবং উৎপাদনশীলতা বিষয়ে প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২০-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা , জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩০0ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3708

**Prime Minister's message on the National Productivity Day**

Dhaka, 1 October:

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the ‘National Productivity Day’:

"I am happy to know that the National Productivity Organization (NPO) under the Ministry of Industries is going to observe the ‘National Productivity Day-2020' across the country on 2 October 2020. In the light of Mujib Year, I think the theme of the day titled 'Productivity to build Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation' has become appropriate.

The Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman adopted vairus plans to build Bangladesh as an industrially developed country. In ofder to strengthen the industrial sector, he nationalized most of the large industrial factories after the independence of the country. Following the footsteps of Father of the Nation, the Awami League government has been working to increase investment in the industrial sector, maximize the productive capacity of existing industries through proper protection and make the export-oriented industries more competitive through multifaceted expansion.

Productiviy plays a very crucial role in economic development. In a bid to build productivity as a national movement, National Productivity Day is being observed on   
2 October every year and the best industrial organizations are being given the 'Natioinal Productivity and Quality Excellence Award'. In addition, in collaboration with the Asian Productivity Organization (APO), 'Bangladesh National Productivity Master Plan-2021-2030' has been formulated. With the implementation of this plan, I believe that productivity growth will increase from 3.6 percent to 5.7 percent, which will play a very important role in economic growth.

The current world economy is in turmoil due to Coronavirus pandemic. In this situation we have no choice but to increase productivity to survive in the global competition.We are on the verge of achieving Vision-2021. In addition, the government is committed to meeting the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. Moreover, we have set a target of becoming a developed country by 2041. To achieve these goals, it is essential to increase productivity in all sectors.

I hope that celebration of the National Productivity Day will play an important role in accelerating the development of productivity and raising awareness among every citizen of the country about productivity.

I wish the 'National Productivity Day-2020' a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Anasuya/Parikshit/Mamun/Zasim/Shamim/2020/1223 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭০৭

**জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ ২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে দেশব্যাপী ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছে। এ প্রেক্ষাপটে উৎপাদনশীলতা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতার কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতার সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নৈপুণ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর গুণগত মান। এজন্য কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ প্রতিটি সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। আমি আশা করি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনগণের নিকট উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সকল অর্থনৈতিক সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। আর এর মাধ্যমেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কুতুব/১১৪৫ ঘণ্টা

Handout Number : 3706

**President's message on the National Productivity Day**

Dhaka, 1 October:

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the ‘National Productivity Day’:

"I am delighted to know that National Productivity Organisation (NPO) under Ministry of Industries is going to celebrate the ‘National Productivity Day’ on October 2, 2020.

On the occasion of the birth centenary of the architect of independent and sovereign Bangladesh Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the government has declared the period from March 2020 to March 2021 as ‘Mujib Year’. The theme of this year's National Productivity Day ‘Productivity in building Golden Bengal the dream of the Father of the Nation’ is very time worthy in this regard.

The economic development of a country depends on increasing productivity. There is no alternative to increase productivity for sustainable development and growth. Productivity involves the quality of people's daily living standard, skills in economic activities and quality of institutional functions. For this, productivity has to be increased in every sector including agriculture, industry and service. To achieve the goal, all government as well as non-government industries and organizations must come forward. I hope that the observance of National Productivity Day will provide an opportunity to realize the importance of productivity by mass people.

Bangladesh is moving forward on the highway of development. Despite manifold adversities, the rate of economic growth of the country is increasing steadily. The government is determined to achieve Vision-2021 and United Nation's Sustainable Development Goals (SDG) by 2030. Besides, we set our target to become a developed country by 2041. We have to increase productivity in every economic sector with a view to achieving the targets. I firmly believe that through the endeavor it will be possible to establish the Golden Bengal as dreamt by the father of the Nation.

I wish the observance of ‘National Productivity Day-2020’a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Mamun/Shamim/2020/1109 hours